মহাকাব্য

➢মহাকাব্য আখ্যানকাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

➢গ্রীক ‘Epicos’ বা ‘epos’ থেকে Epic শব্দের উদ্ভব।

➢ড্রাইডেনের ভাষায় ‘ A heroic poem which epitomises the feeling of many ages and voices the aspirations and imagination of all people,’

➢অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থের ২৩ ও ২৪ তম অধ্যায়ে এপিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

➢এপিকের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রূপকার হিসাবে অ্যারিস্টটল হোমারের নাম উল্লেখ করেছেন।

➢ট্রাজেডির মতো এপিক একটি সম্পূর্ণ ও সুসংবদ্ধ রচনা, যার প্লট হতে পারে সরল অথবা জটিল।

➢পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক আখ্যানবস্তু অবলম্বনে, ভাষার ওজস্বিতায়, সুবৃহৎ আয়তনে, শৌর্য – বীর্য- মহত্ত্বের যে মহাকায় বর্ণনাত্মক উপাখ্যান রচিত হয় তাই মহাকাব্য।

➢মহাকাব্যে কোন একটি দেশ বা কালের বস্তুনিষ্ঠ প্রকাশ হয়ে ওঠে সর্বদেশ- কালের দর্পণ।

মহাকাব্যের লক্ষণ

➢মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয় কোনো জাতীয় বীর কিংবা এক মহাজাগতিক ব্যক্তিত্ব; যথা, গ্রীক বীর অ্যাকিলিস; মনুষ্য-ঔরসে দেবী-গর্ভে জাত Aeneas; সমগ্র মানবজাতির প্রতিভূ আদম।

➢এক বিসাল বিপুল প্রেক্ষিতে পরিব্যাপ্ত মহাকাব্য। ওডিসিতে ওডিয়াস পর্যটন করেছেন সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মিলটনের কাব্য তো স্বর্গ – মর্ত্য – পাতাল জুড়ে বিস্তৃত।

➢যুদ্ধ – বিগ্রহ, অভাবনীয়, ও অতিলৌকিক ক্রিয়া কলাপের বর্ণনা থাকে। যেমন ট্রয়ের যুদ্ধে অ্যাকিলিস- এর কীর্তি, মিলটনের কাব্যে শয়তান ও তাঁর অনুগামীদের শক্তি।

➢শৈলীর গাম্ভীর্যে, ভাষার ওজস্বিতায় ও উপমার জটিল বিস্তারে, মহাকাব্যের ভাষা ভঙ্গিমা একেবারে আলাদা।

➢অলৌকিক নানা শক্তি অংশ নেয় সক্রিয়ভাবে। যেমন- প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে খ্রিস্ট ও দেবদূত।

➢কোনো দেব – দেবী বা কল্পনাকে আনুষ্ঠানিক ‘আবাহন’(Invocation) করে মহাকাব্যের সূচনা হয়ে থাকে।

মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও বিভাগ

➢যে দীর্ঘ ও মহত্ত্বব্যঞ্জক আখ্যায়িকা কাব্যে জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বৃত্তান্ত এক বা একাধিক সমুন্নত ও বীরোচিত চরিত্রের কীর্তিকলাপকে অবলম্বন করে ওজস্বী ভাষা ও ছন্দে নানা স্বর্গে এক অখণ্ড, গরিমামণ্ডিতরূপে বর্ণিত হয় তাকেই বলা হয় মহাকাব্য।

➢মহাকাব্য মোটের উপর দু ধরনের- ১। আদি মহাকাব্য

২। সাহিত্যিক মহাকাব্য

❖হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারত আদি মহাকাব্যের উদাহরণ।

❖ভার্জিলের ঈনিড, ট্যাসোর জেরুজালেম ডেলিভার্ড, মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্য সাহিত্যিক মহাকাব্যের উদাহরণ।

আদি ও সাহিত্যিক মহাকাব্যের তুলনা

আদি মহাকাব্য	সাহিত্যিক মহাকাব্য
১। প্রাচীন, একক সৃষ্টি নয়, দেশ ও জাতির ছায়াপাত ঘটে।	১। নবীন, একক কবির রচনা
২। বিশালতা, বহুযুগ প্রসারিত ইতিহাস।	২। বিশালতা, ব্যাপ্তি তুলনামূলকভাবে কম।
৩। সারল্য, স্বতঃস্ফুর্তা ও গতিময়তা অনেক বেশি।	৩। সাহিত্যিক মহাকাব্য তুলনায় অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ, পরিশীলিত ও কৃত্রিম।
৪। নায়ক চরিত্র অতিমানব, দেবোপম।	৪। নায়ক মানুষ হিসেবে মর্যাদা পান।
৫। রচয়িতাগণ আলংকারিকদের নিয়ম মেনে চলেন।	৫। আদি মহাকবিদের রচনাকে অনুসরণ করে থাকেন।